# ছায়ান্বিত '২৬ নামা

## একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আদ্যোপান্ত

আরিয়ান মল্লিক ওয়াসি
ক্যাশিয়ার, ছায়ান্বিত ২৬

# সূচিপত্র

ভূমিকা.....3
কীভাবে শুরু.....5
প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র সভা .....6
উন্মুক্ত মিটিং সমুহ... .....7
নামের জন্ম! .....8
ক্যাশিয়ার কে হবে? / “তোহফা এলাহী”.....9
কমিটি নির্ধারণ.....9
টাকা কারা তুলবে?.....9
শুরু হলো প্রকৃত আয়োজন.....9
ওয়েবসাইট তৈরি .....9
মার্চেন্ডাইজ শপ.....9
কুপন বই তৈরি.....9
ব্যানার তৈরি .....10
রিল বানানো .....10
বাজেট নির্ধারন .....10
ব্যানার কই? .....10
থিম সং .....10
এমারজেন্সি কুপন বই! .....10
“জনাব তানভীর” .....11
ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন ও বুস্টিং .....16
টাকা নিয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা .....16

স্পন্সর লিস্ট তৈরি ও স্পন্সর লেটার পাঠানো ..... 16
স্কয়ার থেকে কল ও সেদিনের মুহুর্ত ..... 16
সবাইকে কল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা ..... 18
খাবারের সন্ধানে ..... 18
বিভিন্ন ধাপে কমিটি থেকে ছাটাই ..... 18

# ভূমিকা

প্রথমে আসি- বিদায় অনুষ্ঠান কী? আর এটি কেন করা হয়?

বিদায় অনুষ্ঠান বা বিদায় সংবর্ধনা এখন বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি কেবল একটি রীতি নয়, বরং এটি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর এক আবেগঘন মুহূর্ত যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এক সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। শিক্ষা জীবনের একটি অধ্যায় যখন শেষ হয়, তখন সেই অধ্যায়ের মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, স্মৃতিগুলোকে গুছিয়ে রাখা, এবং নতুন পথে যাত্রার আগে শেষবারের মতো সবার মুখ দেখা- এই অনুষ্ঠান যেন সেই সব কিছুরই প্রতীক।

বিদায় অনুষ্ঠান মানেই কেবল আনন্দ নয়; এর ভেতরে থাকে এক মিশ্র অনুভূতি। একদিকে সাফল্য এবং গর্ব, কারণ আমরা একটি দীর্ঘ যাত্রা শেষ করেছি। অন্যদিকে থাকে হালকা বিষণ্ণতা কারণ যাদের সঙ্গে প্রতিদিনের হাসি, ক্লাস, পরিশ্রম, তর্ক-বিতর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সেই মানুষগুলো থেকে আজ আমরা দূরে যেতে চলেছি। আবার সবার মধ্যেই রয়েছে আগামী পরীক্ষা নিয়ে সংশয়। এই মুহূর্তগুলোই আমাদের জীবনের এক অমূল্য অধ্যায় হয়ে থেকে যায়।

একটি বিদায় অনুষ্ঠান শুধু শিক্ষার্থীদের আবেগের কেন্দ্র নয়, এটি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মূল্যবোধ হস্তান্তরেরও একটি অনন্য সুযোগ। সিনিয়রদের বিদায়ের মাধ্যমে জুনিয়ররা অনুপ্রেরণা পায়, শেখে দায়িত্ব, ঐক্য ও আত্মত্যাগের মানে। অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের এক সেতুবন্ধন, যেখানে ভাগ করে নেওয়া হয় অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের গল্প। এটি এমন একটি মুহূর্ত যা আমাদের শেখায়- সময় থেমে থাকে না, কিন্তু সম্পর্ক, শ্রদ্ধা ও স্মৃতি সময়ের সীমা ছাড়িয়ে বেঁচে থাকে চিরকাল।

কিন্তু একটি বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা মানে শুধু একদিনের উৎসব নয়। এটি এক বিশাল প্রক্রিয়া যার মধ্যে থাকে শত শত ছোট-বড় সিদ্ধান্ত, অসংখ্য মিটিং, রাতজাগা পরিকল্পনা, হাসির ফাঁকে ক্লান্তি, বন্ধুত্ব, দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা। একেকজনের দায়িত্ব, কারো স্বপ্ন, আর কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

“ছায়ান্বিত ’২৬ নামা” সেই অভিজ্ঞতারই দলিল। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠানের গল্প নয়; এটি সেই সময়ের প্রতিটি অনুভূতির সাক্ষী। এখানে আছে আমাদের সংগ্রাম, একাগ্রতা, ভুল, শেখা, ও সফলতার গল্প। আমরা কীভাবে একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি, কীভাবে অনিশ্চয়তার ভেতর থেকেও নিজেদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছি, আর কীভাবে শেষ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে উঠেছে, সবই এই বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

তাই "ছায়ান্বিত '২৬ নামা" কেবল একটি অনুষ্ঠানপঞ্জি নয়; এটি আমাদের ব্যয়িত সময়ের প্রতিফলন, আমাদের কয়েকজনের বন্ধুত্বের অমর স্মৃতি, এবং আমাদের কলেজ জীবনের এক চিরসবুজ দলিল। এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে আমাদের হাসি, আমাদের কান্না, এবং সেই সব রাত যখন আমরা স্বপ্ন দেখেছি অসম্ভবের। এটি আমাদের পরিচয়, আমাদের ইতিহাস, এবং আগামীর জন্য নির্দেশনা ও উপদেশ। যখন আমরা বছরের পর বছর পর এই বইটি খুলব, তখন স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে আমরা আবার সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে জীবন্ত করে তুলব। এটি শুধু একটি বই নয়, এটি আমাদের সৃষ্টি, আমাদের গর্ব, এবং আমাদের চিরকালের ভালোবাসার এক স্থায়ী সাক্ষ্য।

# কীভাবে শুরু

আমাদের এই বিদায় অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নের পুরো কর্তৃত্বই আমি দিতে চাই একমাত্র একজনকে আর সেই মানুষটি হল ফয়সাল আরেফিন সেজান। সেজানের উদ্যোগের ফলেই সবকিছু শুরু হয়েছে এবং আমি মনে করি সে না থাকলে আমরা এতদূর আসা আর হত না। সেজানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সবাইকে একত্রিত করার ফলেই আমরা এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম করতে পেরেছি। সেইজন্য প্রথমেই তাকে জানাই প্রাণঢালা ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, ও অভিনন্দন। আমি মনে করি সেজান না থাকলে আমাদের এত বড় একটা প্রোগ্র্যাম এত সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো।

প্রথমদিকে বিষয়টি নিয়ে কারই তেমন মাথাব্যথা ছিলো না। সর্বপ্রথম সেজানের মধ্যেই এটি দেখেছি আমি। আমরা কেওই তখন পর্যন্ত ভাবতেও পারিনি যে আমাদের বিদায় অনুষ্ঠান করারও প্রয়োজন আছে। যখন করো মাথাই এই চিন্তা আসেনাই তখন একমাত্র সেজান ছিলো আমাদের পাশে। সেই সর্বপ্রথম সবাইকে একত্র করেছে, সবার মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে যে আমাদেরও করতে হবে! আমাদেরও অন্যদের দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরাও পারি!

আজ যখন পেছনে ফিরে তাকাই, দেখি সেই ছোট্ট উদ্যোগটাই কীভাবে এক বিশাল স্মৃতিতে রূপ নিয়েছে। সেজানের সেই প্রথম পদক্ষেপ, সেই এক মিটিং ডাকা, সেই এক আলোচনাই আসলে ছিল "ছায়ান্বিত ২৬"-এর প্রথম শ্বাস। হয়তো তখন কেউ জানত না, এই এক আয়োজন আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ও সুন্দর অভিজ্ঞতাগুলোর একটি হয়ে থাকবে। তার ভেতরে ছিল এক ধরনের নিঃস্বার্থ উদ্যম, যা মানুষকে অনায়াসে ছুঁয়ে যেত। আমরা বুঝেছিলাম, একজন সত্যিকারের নেতা কোনো পদবি দিয়ে তৈরি হয় না—হয়ে ওঠে দায়বদ্ধতা আর আবেগ দিয়ে।

# প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র সভা

একদম শুরুর দিকে সেজান কয়েকজনকে নিয়ে দুইটি ক্ষুদ্র মিটিং ডাকে। উক্ত মিটিংগুলোতে তেমন কিছু নির্ধারণ না হলেও উদ্যোগ নেওয়াটাই প্রধান বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে আমি আর কিছু না হোক একটা জিনিস জানতে পেরেছি যে পাবনার রিভার ভিউ রিসোর্টে চাইলেই বসা যায় কোনও কথা ছাড়া!

উক্ত মিটিংগুলোতে সর্বপ্রথমে ব্যাচের নাম নির্ধারণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। যদিও এতে কোনও লাভ হয়নাই কারণ নাম তখনও কারও মাথায় ছিলনা এবং প্রচুর চেষ্টার পরেও অমরা কোনো নাম নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে পারিনি। তবে প্রথমদিকে এই মিটিংগুলোতে আমরা প্রোগ্রাম সম্পর্কে অনেককিছু খসড়া করতে পেরেছি, যেমন প্রোগ্রাম এ কি কি উপাদান যোগ করা যায়, কোন ব্যান্ড আনা যায়, কয়টি ব্যান্ড আনা যায়, কোন কোন খাত থেকে স্পনসর এর জন্যে আবেদন করা যায়, কমিটি তে কাদের কাদের রাখা যায়, প্রথমদিকে কার কি দায়িত্ব, কে কোন কাজে ভালো, আমাদের কি কি কাজ করতে হবে, এগুলোই আরকি।

তবে এসব আলোচনার চেয়ে সেইসব মিটিংএ মজাই বেশি হয়েছে। যাকে আমি খারাপ কিছু বলে মনে করিনা। যেহেতু এই মিটিংয়ের সময় আমাদের হাতে এখনও ৫ মাসের মত সময় ছিলো তাই শুরুতেই কেউ এত সিরিয়াস ছিলোনা এই বিষয়ে। তবুও ওই কয়েক ঘণ্টার ছোট ছোট আলোচনা থেকেই হয়তো পুরো প্রোগ্রামের কাঠামোর বীজ বোনা হয়েছিল- যেন একটা বিশাল গাছের শিকড় তখনই অজান্তে গজাতে শুরু করেছিল। সেই সময় কেউই জানত না “ছায়ান্বিত ২৬” নামে কিছু তৈরি হবে, বা সেটা যে এমন একটা উচ্চপর্যায়ে পৌঁছাবে যেটা আমরা কেউই তখনো কল্পনাও করিনি। ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে আমি এমন একটি অসাধারণ প্রোগ্রামের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে পেরেছি এবং পাবনাবাসীকে এত ভালো একটা প্রোগ্রাম উপহার দিতে পেরেছি বলে সত্যিই নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

# উন্মুক্ত মিটিং সমূহ

# নামের জন্ম!

প্রথমে সেই ক্ষুদ্র মিটিং তারপর কলেজে উন্মুক্ত মিটিং প্রত্যেক ধাপেই আমরা নাম নির্ধারণের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। সবার মাথায় এ বিভিন্ন নাম এসেছিল তবে কোনটিই মানানসই হচ্ছিল না। কেননা নামের প্রথম শর্ত হলো নামটি সালের সাথে মিল রেখে দিতে হবে যেমন ২৬ বা ছাব্বিশ এর জন্য আমাদের শব্দটি নির্ধারণ করতে হবে যেন সেটি ছ বা স দিয়ে শুরু হয়। একদম প্রথমে আমরা ছায়াঙ্ক '২৬ দিতে চেয়েছিলাম। প্রথমদিকে ভাবা কিছু নামের মধ্যে রয়েছে ছটফট '২৬, ছন্দছায়া '২৬, ছন্দপথ '২৬, ছন্দপথিক '২৬, ছন্দময় '২৬, ছন্দরেখা '২৬, ছয়রঙা '২৬, ছান্দস '২৬, ছান্দসিক '২৬ , ছায়াঙ্ক '২৬, ছায়াত্মজ '২৬, ছায়াত্মজ '২৬, ছায়াদল '২৬, ছায়াদীপ '২৬, ছায়ানট '২৬, ছায়াপথিক '২৬, ছায়াবৃত্ত '২৬, ছায়াশক্তি '২৬, ছিদ্রান্বেষী '২৬, ছিন্নদ্বৈধ '২৬, ছিন্নস্তর '২৬, ছোপরঙা '২৬, সংকল্প '২৬, সংগ্রামী '২৬, সজ্জিত '২৬, সন্ধিপথিক '২৬, সপ্নছায়া '২৬, সাম্যছায়া '২৬, সুপ্ত প্রতিভা '২৬, সুমিষ্ট '২৬, সুরপ্রহর '২৬, সূর্যাস্ত '২৬, সূর্যাস্ত '২৬, সৃজন '২৬, সৃতিচারণ '২৬, সৃতিবিদ্যা '২৬, সৃতির '২৬, স্নিগ্ধ '২৬, স্বপ্নসিঁড়ি '২৬, স্বপ্নীল '২৬, স্মৃতির '২৬। এগুলো যখন আমাদের মাথায় আসলো তখন আমরা ছায়াবৃত্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের এই এক নামের জন্য বহুত ঝামেলা পার করতে হয়েছিল কেননা আমরা চেয়েছিলাম ছায়া বা ছন্দ বাদ রেখে একটি নাম বাছতে কারণ সেগুলি ইতিমধ্যেই পাবনা জিলা স্কুল ও পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৬ ব্যাচ তাদের নেম ব্যবহার করে ফেলেছিল। কিন্ত ছ দিয়ে নামের সমস্যা এইটাই যে ছয় বা চন্দ বাদে নাম খুঁজা প্রায় অসম্ভব। অনেক চিন্তার পরেও আমরা কোনো মনমতো নাম পাচ্ছিলাম না। একদিন হঠাৎ সেজান আমাদেরকে নতুন একটা নাম দেখায়- ছায়ান্বিত '২৬। নামটি সবারই কমবেশি পছন্দ হওয়াতে হঠাৎ করেই নামটি আমাদের নতুন পরিচয় হয়ে উঠলো। পরে জানতে পারলাম নামটি সেজান চ্যাটজিপিটি থেকে পেয়েছিল!

## ক্যাশিয়ার কে হবে? / “তোহফা এলাহী”

## কমিটি নির্ধারণ

## টাকা কারা তুলবে?

## শুরু হলো প্রকৃত আয়োজন

## ওয়েবসাইট তৈরি

মজার ব্যপার হলো ওয়েবসাইট আমি বানিয়েছি গুগল জেমিনি দিয়ে। এখানে আমার কর্তৃত মোটামোটি কম তবে যেকেও চাইলেই আসলে এমন ওয়েবসাইট বানিয়ে ডোমেইন কিনে হোস্ট করতে পারবেন জদি না তার পুর্ব অভিজ্ঞতা থাকে অথবা যথেষ্ট দক্ষতা থাকে যেইটা আমার আছে। জেমিনি কে দেওয়া আমার প্রম্পটটি ছিলো নিম্নরূপ:

*make a sample website for a college's rag day. the website should be in bengali. it should include space for a logo, consistent colors (which we haven't decided yet so pick a demo). a few photos of the campus and classrooms arranged somehow like maybe a scrolling page or gallery or something like that. about the college. about the program. event schedule (use demo). website should be mobile friendly. and mobile should be a priority. here's some sample information to get started*

আর এর নীচেই দিয়েছিলাম আমাদের কলেজের বেপারে কিছু বিস্তারিত তথ্য যা আমি চ্যাটজিপিটির ডিপ রিসার্চের মাধ্যমে বের করেছিলাম। তারপর আবার কিছু সংশোধনি করা লেগেছিল কয়েক ধাপে কিন্তু শেষমেষ আমি বানাতে পেরেছিলাম একটি সুন্দর ওয়েবসাইট।

## মার্চেন্ডাইজ শপ

## কুপন বই তৈরি

## কিউআর কোড সিস্টেম

রেফারেল সিস্টেম

ব্যানার তৈরি

রিল বানানো

বাজেট নির্ধারন

ব্যানার কই?

থিম সং

এমারজেন্সি কুপন বই!

# “জনাব তানভীর”

তানভীর আহমেদ চৌধুরী। নামটা শুনলেই একধরনের মিশ্র অনুভূতি হয়- রাগ, অবিশ্বাস, আর একটুখানি হতাশা। শুরুতে সে ছিল ঠিকঠাক, কাজ করত, কথা বলত আত্মবিশ্বাস নিয়ে, এমনকি মনে হয়েছিল, হয়তো এই ছেলেটা সত্যিই কিছু করে দেখাতে পারবে। কিন্তু সময়ই শেষমেশ প্রমাণ করল, সে কেবল কথার মানুষ, কাজের নয়।

ঘটনার শুরুটা হয় যখন আব্দুস সিয়ামকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হলো। সিয়ামের দায়িত্ব ছিল কমার্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি সংগ্রহ করা। তার চলে যাওয়ার পর সেই কাজটা এসে পড়ে তানভীরের কাঁধে। তখনও কেউ জানত না, এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কী পরিমাণ ঝামেলার জন্ম দেবে।

প্রথম কয়েকদিন তানভীর নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করল, যেন এই দায়িত্ব তার জন্মগত অধিকার। সে বলত, “আমি প্রতিদিন কমার্সের ছেলেদের ফোন দিচ্ছি, সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে বলছি।” কিন্তু দিন গড়িয়ে গেলেও কেউ সেই কথার প্রমাণ দেখতে পেল না। যত কথা, তত ফাঁকা আওয়াজ।

আসলে তানভীরের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল- তার মাদকাসক্তি। সবাই জানত, সে নিয়মিত নেশা করে। রাতভর নেশা বা মদ্যপান করে সকালে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। ফলাফল? ফোনে পাওয়া যায় না, দায়িত্বের খবর নেয় না, কমিটির সঙ্গে যোগাযোগও রাখে না। এমনকি অনেক সময় এমনও শুনেছি আমরা, যে সে নাকি শিক্ষার্থীদের নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশনের করতে বলছে। এই

আচরণই যথেষ্ট ছিল তাকে বাদ দেওয়ার জন্য, তবু তখনও আমরা ভেবেছিলাম- একবার সুযোগ দেওয়া যাক।

কিন্তু ১০ই অক্টোবরের রাতে যা ঘটল, সেটার পর ক্ষমা করার কোনো অবকাশই রইল না।

কমিটির সদস্যদের জন্য রেজিস্ট্রেশনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল- সেই দিনের মধ্যে সবাইকে রেজিস্টার করতে হবে। প্রায় সবাই করে ফেলল, বাদ রইল তিনজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল তানভীর। কিন্তু এই দেরি করার বিষয়টা আসল সমস্যার অল্প অংশমাত্র।

আসল বিপত্তি ঘটল যখন জানা গেল- ৮ই অক্টোবর তানভীর "রিহাদ" নামে একজনের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশনের টাকা নিয়েছে, কিন্তু কাউকে জানায়নি, এমনকি সেই টাকা দেয়ওনি। দুইদিন কেটে গেলেও টাকার হদিস পাওয়া গেল না। বিষয়টা জানার পর আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি।

১০ই অক্টোবর রাতে, বিষয়টা নিয়ে চাপ দিলে তানভীর জানাল, "আমি কাল সকালে টাকা দেব, আমি তো দুইদিন ঘর থেকেই বের হইনি।" কথাটা যে মিথ্যা, সেটা তখনই বোঝা যাচ্ছিল। তাই সিদ্ধান্ত হলো, সেজান আর মিনহাজ তার বাড়ি গিয়ে সরাসরি টাকা নিয়ে আসবে। সময় ছিল সন্ধ্যা ৭টা ৩৬ মিনিট। তানভীর রাজি হলো, বলল, "ঠিক আছে, থাকছি, চলে এসো।"

বারো মিনিট পর, অর্থাৎ ৭টা ৪৮ মিনিটে, সেজান আর মিনহাজ তানভীরের বাসার সামনে পৌঁছে গেল। কিন্তু- বাড়িতে তানভীর নেই। ফোন ধরছে না, মেসেজ দেখছে না। তারা ডাকল, "তানভীইইর!" ভেতর থেকে ভেসে এলো এক ক্লান্ত কণ্ঠ, "কে?"

সেজান বলল, “আমি সেজান।” অভ্যন্তর থেকে উত্তর এল, “তানভীর তো বাসায় নেই।” কণ্ঠটা ছিল তার বাবার।

সেজান বলল, “আঙ্কেল, আপনাকেই দরকার।” কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তানভীরের বাবা- চোখে একটু বিভ্রান্তি। সেজান জিজ্ঞেস করল, “তানভীর কোথায়?”
বাবা বললেন, “এইতো কিছুক্ষণ আগে বের হলো, কোথায় গেছে জানি না।”
সেজান বলল “কখন ফিরবে?” তানভীরের বাবা উত্তর দিলেন “জানি না”

সেজান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন- তানভীরের কাছে কিছু রেজিস্ট্রেশনের টাকা আছে, কুপন আছে, তাই তারা নিতে এসেছে। বাবা বললেন, “সকালে আসো।”

এরপর সেজান আমাদের গ্রুপে পুরো ঘটনাটা জানাল সেখানে একটু কথা হলো। রাত ১০টা ৭ মিনিটে হঠাৎ তানভীর আমার ইনবক্সে লিখল- “Check।” চেক করে দেখি, সে সত্যি বিকাশে ১১৯৫ টাকা পাঠিয়েছে। কিন্তু এখানেও সমস্যা- প্রথমত, ৫ টাকা কম, দ্বিতীয়ত, সে বলল এই টাকা নাকি তার নিজের রেজিস্ট্রেশনের জন্য। অথচ আমরা সবাই জানি, সেটা “রিহাদ”-এর টাকা।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “বাকি টাকা কোথায়?”
সে বলল, “হাতে নগদ টাকা আছে। সকালে দেব”
আমি বললাম, “এখনই পাঠাও।”
সে উত্তর দিল, “Shezan ek taratari asper koisilam” এবং “Liye gele amar r pera leua lagto nh।” অর্থাৎ, সে দাবি করছে, সে নাকি সেজানকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিল! ভাবা যায়? মাত্র দশ-বারো মিনিটের ব্যবধান, এর মধ্যেই সে বেরিয়ে গেছে! যে দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি, কিন্তু ঠিক যেই সময়

আমরা যাচ্ছি, সেই সময়ই সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে? কোনো খবরও দেয়নি, অপেক্ষাও করেনি? সবই তার ধোঁকা।

আমি আমার ইনবক্সের ঘটনাটা সেজানকে জানালাম, সে তানভীরের সঙ্গে ক্যাশ গ্রুপে কথা বলল। সেজান বলল, "আমরা দেরি করিনি, মাত্র ১২ মিনিটে পৌঁছেছি।"
তানভীরের উত্তর- "E vai amar ekjaygay pora silo।"
একটা এমন হাস্যকর অজুহাত যে শুনে হাসব না কাঁদব বোঝা যাচ্ছিল না। শুক্রবার রাতে রাত আটটার পর কোনো শিক্ষক, কোচিং বা ক্লাস খোলা থাকে- এমনটা কল্পনাই করা যায় না।

শেষে সেজান জানাল, "তোমার দায়িত্ব এখন জায়িদের হাতে। রেজিস্ট্রেশন বইটাও তাকে দিয়ে দাও। এবং রেজিস্ট্রেশনের টাকা টা দেও"
তানভীর বলল, "আমার হাতে নগদ টাকা আছে, বিকাশে নয়। সকালে দেব"
তখন সেজান মিনহাজকে বলল, "তুমি গিয়ে নিয়ে আসো।"
তানভীর রেগে গিয়ে বলল, "চুপ কর তো!" এবং "তোর কি মাথা খারাপ নাকি!"

সেজান শান্তভাবে বলল, "মিনহাজের কোনো সমস্যা নেই যেতে। আঙ্কেল কিছু বললে আমরা বুঝিয়ে নেব।"
তানভীর তখন বলল, "সকালে এসো, বাবা রেগে যাবে।"
সেজান বলল, "তাহলে জানালা দিয়ে টাকা আর বইটা দাও।"
তানভীরের উত্তর- "Het vudar beta janala nai eto pera dis kah ghum theke uthe wasir bkash e tk geley hoilo।"

মানে সে দাবি করছে, তার বাড়িতে নাকি জানালা নেই! এমন এক অদ্ভুত যুক্তি দিল যে মনে হয় সে আয়নাঘরে থাকে। এরপর সে চুপ করে গেল। আর কোনো উত্তর নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই ঘটনা গ্রুপে আলোচিত হলো। সবাই বলল, "তানভীরকে সরিয়ে দাও।" সিদ্ধান্তও নেওয়া হলো- তানভীরের দায়িত্ব জায়িদের হাতে দেওয়া হবে, আর যে টাকা সে পাঠিয়েছে, সেটা "রিহাদ"-এর নামেই গণ্য হবে, তার নিজের নয়।

সবাই একরকম হাসাহাসি করল, বিদ্রূপ করল, কারণ তানভীর তার নিজের আচরণেই নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছিল।
শেষে তানভীর সেজানকে মেসেজ করল, "আগামীকাল সকাল ১১টায় কলেজের সামনে দেখা করো, একান্তে কথা বলব।"
এরপর আর কিছুই রইল না- ঘৃণা, হতাশা আর এক নিঃশব্দ সিদ্ধান্ত ছাড়া।

তানভীরের গল্প এখানেই শেষ নয়, কিন্তু এখানেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়। যে মানুষ দায়িত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার মিথ্যা বলে, দায়িত্বে গাফিলতি করে, এমনকি অন্যের টাকাও গোপন রাখে- তাকে আর "কমিটির সদস্য" বলা যায় না।
তার নাম হয়তো "জনাব তানভীর", কিন্তু আমাদের চোখে সে একদমই জনাব নয়।

## ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন ও বুস্টিং
## টাকা নিয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা
## স্পন্সর লিস্ট তৈরি ও স্পন্সর লেটার পাঠানো
## স্কয়ার থেকে কল ও সেদিনের মুহূর্ত

দিনটা ছিল রবিবার, ৫ অক্টোবর ২০২৫, ঘুম থেকে উঠে আমরা কেউই ভাবতে পরিনাই আজকে এত বড় কিছু হতে যাবে। সেদিন সকালে সেজান সকালে কল দিল এবং বলল সবাইকে ফোন দিতে হবে তাড়াতাড়ি কলেজে আসো। আমি তার কথামত রওনা দিলাম এবং সাথে করে স্পনসর লেটারগুলো নিয়ে গেলাম যে আমাকে এগুলি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। তারপর আমি কলেজে গিয়ে দেখি সেজান আরও সবাইকে ডেকেছে কল দেওয়ার জন্য। তো গিয়ে লাইব্রেরিতে বসলাম বসে আমরা কিছুক্ষণ আলোচনা করছি ঠিক তখন সেজানের ফোনে একটি কল আসলো। সে মনে করল যে কলটি সে একটি জিনিস অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিল সেইটির জন্য বলে সেইটি কেটে দিল। তখনও অমরা বুঝে উঠতে পরিনাই যে কলটি ছিলো স্কয়ার থেকে! তারপর আমি ওদেরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বের হয়ে পড়লাম চিঠিগুলো পোস্ট অফিসে দিয়ে আসার জন্য।

পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিগুলো দিয়ে বের হতে হতে আমার কাছে কল আসলো আমার ভাই আলভেজের। সে আমাকে জানালো যে দারাজ থেকে নাকি কল দিয়েছিল আমার একটা অর্ডার আছে। আমি কিছুক্ষণ ভেবে বুঝলাম যে সেগুলি ছিলো ইনভিটেশন কার্ড বানানোর জন্য অর্ডারকৃত কাগজ। এবং আমার ফোন কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল জন্যে আমার ফলে কল আসছিল না। আমি দারাজের অফিসের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং গিয়ে একটু বকা খেয়ে শেষমেশ সফলভাবে কাগজগুলি রিসিভ করলাম। টাকা আগেই বিকাশে

দেওয়া ছিলো। তারপর আমি রওনা হলাম আবার কলেজের উদ্যেশে। কলেজে গিয়ে সেজান মেহবুবা মৃত্তিকা তিনজন ৩ তলায় বসে আসে বেঞ্চের ওপর। তার কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি শুরু হলো এবং সেই বৃষ্টি কিছুক্ষণ পরেই ঝড়ে রূপ নিলো। এর মধ্যেই সেজান বের হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে আমরা তিনজন ও বেরিয়ে পড়লাম। ওরা দুজন একটি রিকশা নিয়ে একজন অপরজনকে নামিয়ে বাসায় চলে গেল। আর আমি গেলাম আমার নানুবাড়ি।

নানুবাড়ি গিয়ে বৃষ্টিতে আমার জামা ভিজে গিয়েছিল বলে আমি আমার মামার গেঞ্জি টা পড়ামাত্রই সেজানের ফোন এলো। ফোন দিয়ে সেজান বলল যে "আই লাভ ইউ, কাম হয়ে গেছে!" আমি শুনে বললাম কি হয়েছে? সে উত্তরে বলল "ডিল ডান!" আর বলল যে "স্কয়ার রাজি!" আর আমাকে ফাহিম ভাইয়ের বাসায় যাইতে বললো। আমি নানুবাড়ি সব কাজ ফেলে অমর বিশ্রাম বিসর্জন দিয়ে রওনা হলাম ফাহিম বইয়ের বাড়ির উদ্যেশ্যে। আমি তো ভাইয়ের বাসা চিনিনা তো সেজান বললো মুক্তমঞ্চ এ আসতে এবং আসার সময় আমাকে সিগারেট আনতে বললো সেখানে যারা আছে সকলের জন্যে।

রিকশায় উঠেই রিকশাওয়ালা কে বললাম মুক্তমঞ্চ যাব, আর বললাম সিগারেট কিনতে হবে একটা দোকান দেখলে থামায়েন। পরে রিকশায় উঠে ভুলেই গিয়েছিলাম সিগারেটের কথা, হঠাৎ করে রিকশা থামলো একটা দোকানের সামনে, তখন আমার মনে পড়লো যে সিগারেট কিনতে হবে। আমি একজন মানুষ যে সিগারেট খাওয়া তো দূরের কথা কোনোদিন সিগারেট ধরেও দেখিনাই, কিন্ত সেদিন আমি খুশিতে হোক আর যে কারনেই হোক কিনে ফেললাম ১০ টা ক্যামেল যা আমি সহ আমার সকল বন্ধুরা মনে করত আমার দ্বারা করা অসম্ভব একটা ব্যাপার। কামেল কিনে আমি কললাম মুক্তমঞ্চ এর পথে।

মুক্তমঞ্চ এ নেমে মিনহাজ কল দিলো বলল কই? আমি বললাম আমি মুক্তমঞ্চ এ। মিনহাজ বলল ওর জন্যে দাঁড়াতে, আমি বললাম যে আমি ফাহিম ভাইয়ের বাসায় যাচ্ছি একবারে ওখানেই আসতে। তারপর আমি সেজনকে একটা কল দিলাম সে আমাকে ঠিকানা আরও বিস্তারিত বলল আর আমি সেই উদ্দেশ্যে চলতে থাকলাম। যেতে যেতে হাতের বামে দেখি

বনমালী শিল্পকলা একাডেমিতে ওইদিন কি জানি কি না কি প্রোগ্রাম হচ্ছিল, প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনাই কিসের প্রোগ্রাম। আমি সেটিকে পাত্তা না দিয়ে চলা শুরু করলাম। আমি তখনও সেজনের সাথে কলেই রয়েছি। কিছুদুর যেয়েই বাসা পেলাম আর সেজান বললো ভিতরে গিয়ে গার্ড কে বলতে যে ৭ডি তে যাব। আমি দেখি আমার সামনেই একজন গার্ড আছে এবং তার সাথে একটি মহিলা কথা বলছে। আমি গার্ডটিকে বললাম আর মহিলাটি বলে উঠলো আমার ফ্ল্যাটে যাবে যেতে দেও। মহিলাটি সম্ভবত ফাহিম ভাইয়ের মা ছিলো।

আমি ভেতরে গিয়ে লিফ্ট এ উঠে হাতের ডানে সব তলার বোতামের মধ্যে হতে ৭ম তোলার বোতাম খুঁজে বের করে চাপ দিলাম। তখন লিফটের মধ্যেকার কয়েক সেকেন্ড মনের ভিতর অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করছিল। বিশ্বাসই করতে পড়ছিলাম না যে আসলেই আমরা এত বড় একটা স্পনসরশিপ হাতে পেয়েছি! তারপর লিফ্ট গিয়ে ঠেকলো ৭ তলায়, বেরিয়েই দেখি একটা আংকেল তার ফ্ল্যাট থেকে বেরোচ্ছে। আঙ্কেল কে বললাম "আঙ্কেল ৭ডি ফ্ল্যাট টা কোন দিকে একটু বলতে পারবেন?" আঙ্কেলটি আমাকে জানালো বাম দিকে যেতে হবে। আমি গেলাম গিয়ে ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বলিয়ে খুঁজতে থাকলাম ৭ডি কোথায়। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম আমার কাঙ্ক্ষিত ফ্ল্যাটটি। প্রথমে বেল বাজালাম কিন্তু কোনো সারা শব্দ পেলাম না। আমি তো প্রথমে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে ভুল জায়গায় ই কি চলে আসলাম? পরে সেজানকে মেসেজ দেওয়ার পর সে ভেতর থেকে গেট খুলে দিল এবং আমি একটি সস্তির শ্বাস ফেললাম।

ভেতরে ঢুকেই প্রথমে চলে গেলাম ফাহিম ভাইয়ের রুমে ঢুকলাম

## সবাইকে কল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা

## খাবারের সন্ধানে

## বিভিন্ন ধাপে কমিটি থেকে ছাটাই